যুগান্তর

তারিখ ... 0 6- APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বাউফলে অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

আরেফিন সহিদ, *বাউফল থেকে*

বাউফলে ৫০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। চলতি মাসের শেষের দিকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বন্ধের কারণে ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জানা গেছে, চলমান এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্র না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহল পাবলিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্র স্থাপনের দাবি করেছে। জানা যায়, উপজেলার মোট ৩টি কেন্দ্রে এসএসসি ও ১টি কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষা চলছে। বাউফল উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে মোট ৬৮টি দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে। বাউফল ছালেহিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত কেন্দ্র থাকলেও সেখানে মাত্র ৪০৩ জন পরীক্ষার্থীর বসার সুযোগ রয়েছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতিবছরই বাউফল ডিগ্রি কলেজ দাখিল পরীক্ষার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ বছর মোট দেড় হাজার দাখিল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১ হাজার ১শ' পরীক্ষার্থী বাউফল ডিগ্রি কলেজ ভেন্যুতে পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক বন্ধ ঘোষণা করায় ওই কলেজের প্রায় ১ হাজার ২শ' ছাত্রছাত্রী বিপাকে পড়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নিয়মিত ক্লাস শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ মাতুব্বর। দাখিল পরীক্ষার কেন্দ্র সচিব মাওলানা ফারুক হোসাইন জানান, পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০টি মাদ্রাসা থেকে এ বছর মোট সাড়ে ৫শ' বেঞ্চ সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই মাদ্রাসাগুলো হল— বিলবিলাস নেছারিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, বিলবিলাস-অলিপুরা দাখিল মাদ্রাসা, ভৌতা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, শহীদ ইব্রাহিম সেলিম দাখিল মাদ্রাসা, গোসিংগা রশিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, গোসিংগা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, নুরাইনপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, নুরাইনপুর ফাজিল মাদ্রাসা, ঝীপাশা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, হোসনাবাদ দাখিল মাদ্রাসা, ঢালী আছিয়া খাতুন আলিম মাদ্রাসা, সুলতানাবাদ দাখিল মাদ্রাসা, ছয়হিস্যা দাখিল মাদ্রাসা, ধানদি আলিম মাদ্রাসা, বড় ডালিমা দাখিল মাদ্রাসা, কুরআন-সুন্নাহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, উত্তর দাসপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, পূর্ব দাসপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, খেজুরবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসা ও কালাইয়া রব্বানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। পরীক্ষা কেন্দ্রে বেঞ্চ সরবরাহ করার কারণে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বাধ্যতামূলক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে র একই অবস্থা। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক আগে থেকেই উপজেলাকে ৩টি জোনে ভাগ করে ৩টি কেন্দ্রে পৃথকভাবে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে চলতি বছর কালিওরী জোনে ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৭শ' পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রতি বছর এ জোনের পরীক্ষা এসএ ইন্সটিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়। কালিওরী এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে র বর্তমান সচিব মোঃ আলী হোসেন বলেন, কালিওরী ডিগ্রি কলেজ ও হাজেরা তালুকদার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রতি বছর বেঞ্চ সংগ্রহ করতে হয়। এ বছর ওই দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১০৫টি বেঞ্চ সংগ্রহ করা হয়েছে। কালিওরী ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান বলেন, এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে বেঞ্চ সরবরাহ করায় তার প্রতিষ্ঠানে ১ মাস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বগা জোনে ১১টি প্রতিষ্ঠানের ৬০০ পরীক্ষার্থী এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বগা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ওই জোনের এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হলেও সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ডা. ইয়াকুব শরীফ ডিগ্রি কলেজ এসএসসি পরীক্ষার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে র সচিব ইউসুফ আলী বলেন, এ বছর সংকট নেই তবে প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেঞ্চ সংগ্রহ করতে হয়। তখন বাধ্যতামূলক ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বাউফল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাউফল জোনের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র হলেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতি বছর বাউফল বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ার ফারুক তালুকদার মহিলা কলেজ এসএসসি পরীক্ষার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এ জোনের ৩৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ১ হাজার ৭০০ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। চলতি বছর ১৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট সাড়ে ৪শ' বেঞ্চ সংগ্রহ করতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাউফল কেন্দ্রে র সচিব মফিজুর রহমান। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেঞ্চ সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হল— কালাইয়া হায়াতুন্নেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাসপাড়া ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খাজুরবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নওমালা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিলবিলাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আবদুর রশিদ সর্দার মাধ্যমিক, সোনামুদ্দিন মাধ্যমিক, কনকদিয়া এসএস, কনকদিয়া বালিকা মাধ্যমিক, মধ্য মদনপুরা মাধ্যমিক, সূর্যমনি মাধ্যমিক, অগ্রণী বিদ্যাপীঠ, নাজিরপুর মাধ্যমিক ও আবদুছ ছালাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নির্ধারিত পরীক্ষা-কেন্দ্র, নির্ধারিত ভেন্যু ও পরীক্ষার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেঞ্চ সংগ্রহ করা হয় ওইসব প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বাধ্যতামূলক ১ মাস ছুটি ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীরা ১ মাস পিছিয়ে পড়ছে বলে অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন। এছাড়া সরবরাহের সময় বেঞ্চের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানিয়েছেন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। চলতি মাসের শেষের দিকে সব প্রতিষ্ঠানে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ভাষায়, এক মাস বন্ধ থাকায় লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ক্লাস বন্ধ না রেখে বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠদান করার দাবি করেছেন। অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মনে করেন— দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতে পাবলিক পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ জামাল উদ্দিন এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের এ সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করেন।

১৫ হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে : পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্র স্থাপনের দাবি